"সত্যের সন্ধানে অবিচল"

নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

NOAKHALI KHABAR EXPRESS

Noakhali Khabar Express

নোয়াখালী

অনলাইন ই-পেপার | শনিবাট, ২৮ নভেম্বর ২০২৬ | বর্ষ:-০১,সংখ্যা :২৬ | noakhalikhabarexpress.com



শিরোনাম: শেখ হাসিনার মৃত্যু নিয়ে ছড়ানো দাবি ভিত্তিহীন, ভাইরাল ভিডিও এআই-নির্মিত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যু হয়েছে—সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এমন দাবির পক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য দাবি করে প্রচারিত একটি ভিডিও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি বলে শনাক্ত করেছে ফ্যাক্টচেকিং সংস্থা ডিসমিসল্যাব।

সম্প্রতি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন পোস্ট ও ফটোকার্ডে দাবি করা হয়, ভারতের দিল্লিতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেখ হাসিনার মৃত্যু হয়েছে। কোনো কোনো পোস্টে হাসপাতালের নাম উল্লেখ করে মৃত্যুর খবর প্রচার করা হয়। এমনকি ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত্যুর তথ্য জানিয়েছে—এমন দাবিও করা হয়।

তবে ডিসমিসল্যাবের ২৬ নভেম্বর প্রকাশিত ফ্যাক্টচেক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালের একটি প্রকৃত ব্রিফিংয়ের ভিডিও সম্পাদনা করে বিভ্রান্তিকরভাবে প্রচার করা হয়েছে। মূল ব্রিফিংয়ে শেখ হাসিনার মৃত্যুর বিষয়ে কোনো বক্তব্য ছিল না। সেখানে প্রত্যর্পণ-সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছিল।

ফ্যাক্টচেক সংস্থাটি জানায়, ভাইরাল ভিডিওটি এআই সনাক্তকরণ টুলে পরীক্ষা করে ভিডিও ও অডিও—দুটিই কৃত্রিমভাবে তৈরির উচ্চ সম্ভাবনা পাওয়া গেছে। ফলে ভিডিওতে প্রচারিত মৃত্যুর ঘোষণা ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রকৃত বক্তব্য নয়।

এদিকে রিউমর স্ক্যানারও শেখ হাসিনার মৃত্যু নিয়ে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ফটোকার্ড, স্ক্রিনশট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট যাচাই করে একাধিক দাবিকে ভুয়া বা বিভ্রান্তিকর হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

২৭ নভেম্বর প্রকাশিত সরকারি ফ্যাক্টচেকিং প্ল্যাটফর্মের অনুসন্ধানেও শেখ হাসিনার মৃত্যুর দাবিকে ভিত্তিহীন ও অসত্য বলা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু বা শারীরিক অবস্থা নিয়ে তথ্য ছড়ানোর আগে নির্ভরযোগ্য সংবাদমাধ্যম, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য এবং স্বীকৃত ফ্যাক্টচেকিং প্রতিষ্ঠানের তথ্য যাচাই করা জরুরি। যাচাই ছাড়া এমন সংবেদনশীল তথ্য শেয়ার করলে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে।



২০২৭ সালের মধ্যে মিড ডে মিলের আওতায় আসবে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ২০২৭ সালের মধ্যে মিড ডে মিল কর্মসূচির আওতায় আনার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান।

শুক্রবার (২৭ নভেম্বর) বিকেলে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রক্তদন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণকালে তিনি এ কথা বলেন।

ডা. জুবাইদা রহমান জানান, কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হলে দেশের প্রায় এক কোটি ১০ লাখ শিশু প্রতিদিন দুপুরের খাবার পাবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাড়ানো এবং শিশুদের পড়াশোনার পরিবেশ উন্নত করার ক্ষেত্রে এ ধরনের কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ে পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা হলে তাদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণে সহায়তা পাওয়া সম্ভব।

তবে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খাবারের পুষ্টিমান, সরবরাহের নিয়মিততা, অর্থের সঠিক ব্যবহার এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে তদারকি নিশ্চিত করা জরুরি।

সরকারের ঘোষিত সময়সীমার মধ্যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কর্মসূচির আওতায় আনা সম্ভব হলে দেশের বিপুলসংখ্যক শিশু এ সুবিধার আওতায় আসবে।



দাগনভূঞায় বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২০

ফেনী প্রতিনিধি

ফেনীর দাগনভূঞায় বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষের সময় ককটেল বিস্ফোরণ, গুলির শব্দ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং মোটরসাইকেল ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

শুক্রবার (২৭ নভেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে দাগনভূঞা পৌরসভার আলাইয়ারপুর গ্রামে পরিবেশমন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টুর বাড়ির পাশের এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংঘর্ষে তিনটি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং আরও ১০টি ভাঙচুর করা হয়। আহতদের মধ্যে দুজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চট্টগ্রামে এবং চারজনকে ফেনী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যরা স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নেন। আহত এক যুবকের বাঁ হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন হওয়ার খবরও প্রকাশিত হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত নিয়ে দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি বক্তব্য পাওয়া গেছে। পরিবেশমন্ত্রীর ছোট ভাই ও উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আকবর হোসেনের দাবি, তাঁর বাড়িতে হামলার চেষ্টা হলে স্থানীয় লোকজন বাধা দেন। অন্যদিকে, অপর পক্ষের নেতা জামশেদুর রহমান ফটিকের দাবি, তাঁর অনুসারীরা দলীয় কর্মসূচিতে যাওয়ার পথে বিনা উসকানিতে হামলার শিকার হন।

দাগনভূঞা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) ফেরদৌসি বেগম জানিয়েছেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনা তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।



শিরোনাম:

সেনবাগে শিক্ষার মানোন্নয়নে জিরুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা-অভিভাবক সমাবেশ

সাবহেডিং:

শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও বিদ্যালয়ে ভর্তি বাড়াতে অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার আহ্বান

সেনবাগ (নোয়াখালী) প্রতিনিধি:

নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার ৩ নম্বর ডমুরুয়া ইউনিয়নের জিরুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং বিদ্যালয়ে ভর্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে মা ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (২৫ নভেম্বর) সকালে বিদ্যালয়ের হলরুমে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের সভাপতি মাওলানা মো. মজিবুল হক।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক ও সমাজসেবক জাহাঙ্গীর আলম পাটোয়ারী। বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজসেবক মাসুদ সিদ্দিকী।

এ সময় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাস্টার জামাল উদ্দিন, পরিচালনা কমিটির সদস্য, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুত করতে বিদ্যালয়ের পাশাপাশি পরিবারেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিশুদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠানো, পড়াশোনার খোঁজখবর রাখা এবং তাদের নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে অভিভাবকদের আরও দায়িত্বশীল হতে হবে।

তাঁরা আরও বলেন, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়ানোর পাশাপাশি ঝরে পড়া রোধ এবং নতুন শিক্ষার্থী ভর্তিতে শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় সচেতন মহলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

সমাবেশে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে মাওলানা মো. মজিবুল হক বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয়দের সহযোগিতা কামনা করেন।



শিরোনাম: উড়িরচরে তিন বছরে ১ হাজার ৬০০ একর ম্যানগ্রোভ বন উজাড়

বন ধ্বংসের ঘটনায় ৩৯টি মামলা, ঝুঁকিতে উপকূলের প্রাকৃতিক সুরক্ষাব্যবস্থা

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি:

চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ উড়িরচরে গত তিন বছরে প্রায় ১ হাজার ৬০০ একর ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংস হয়েছে। বন বিভাগের নথি অনুযায়ী, ২০২০ সালের মাঝামাঝি থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত বন উজাড়ের ঘটনায় ৩৯টি মামলা হয়েছে। এসব মামলার কয়েকটি সন্দ্বীপ ও নোয়াখালীর বন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

একসময় ঘন ম্যানগ্রোভ বনে ঘেরা ছিল উড়িরচর। উপকূলীয় এই বনাঞ্চল ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও প্রবল ঢেউয়ের আঘাত থেকে দ্বীপের জনবসতি রক্ষায় প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে কাজ করত। পাশাপাশি বনের গাছপালা ও জলজ পরিবেশ বিভিন্ন প্রাণীর আবাসস্থল হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত।

কিন্তু গত কয়েক বছরে বনভূমির বড় অংশ কেটে সেখানে কৃষিজমি ও বসতি গড়ে তোলার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, বন উজাড়ের পর অনেক জায়গায় ধানখেত তৈরি করা হয়েছে। এতে উপকূলীয় পরিবেশের ভারসাম্য এবং দ্বীপের প্রাকৃতিক সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

বন বিভাগের নথিতে বন ধ্বংসের ঘটনায় একাধিক মামলার তথ্য রয়েছে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, বন উজাড়ের সঙ্গে জড়িত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সবাইকে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। বনভূমি দখল ও গাছ কাটার প্রকৃত পরিমাণ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

অন্যদিকে, বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জনবল ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সীমাবদ্ধতার কথা জানিয়েছেন। বিস্তীর্ণ দ্বীপাঞ্চলে নিয়মিত নজরদারি ও টহল পরিচালনা করা কঠিন বলেও সংশ্লিষ্টদের বক্তব্যে উঠে এসেছে।

পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে, উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বন শুধু গাছপালার সমষ্টি নয়; এটি ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের ক্ষতি কমানো, মাটির ক্ষয় রোধ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ধরনের বন ধ্বংস হলে উপকূলীয় এলাকার প্রাকৃতিক প্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল হয়ে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৮৬ হাজারের বেশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সম্মানী ভাতা দেবে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের ৮৬ হাজার ৭০৯টি মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও বৌদ্ধ বিহারে কর্মরত দুই লাখ ৫৬ হাজার ৭৪ জন ধর্মীয় নেতা ও সেবাকর্মীকে সম্মানী ভাতা দেওয়ার কর্মসূচি নিয়েছে সরকার।

শুক্রবার (২৭ নভেম্বর) প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, আগামী ২ ডিসেম্বর কুষ্টিয়া সদরে এ কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার কথা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এ কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

২০২৬-২৭ অর্থবছরে কর্মসূচি বাস্তবায়নে এক হাজার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

কর্মসূচির আওতায় থাকা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ৮২ হাজার ৬৫৬টি মসজিদ, তিন হাজার মন্দির, ৭৫২টি বৌদ্ধ বিহার এবং ৩০১টি গির্জা।

নির্ধারিত কাঠামো অনুযায়ী, মসজিদের ইমাম মাসে পাঁচ হাজার টাকা, মুয়াজ্জিন তিন হাজার টাকা এবং খাদেম দুই হাজার টাকা সম্মানী পাবেন। অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাও নির্ধারিত কাঠামো অনুযায়ী সহায়তা পাবেন।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, সুবিধাভোগীদের তালিকা যাচাই-বাছাই করে ব্যাংক হিসাব অথবা মোবাইল আর্থিক সেবার মাধ্যমে অর্থ পাঠানো হবে। সরাসরি নগদ অর্থ বিতরণের পরিবর্তে প্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতি ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায়।

বর্তমানে দেশের সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এ কর্মসূচির আওতায় আসছে না। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী চার অর্থবছরে পর্যায়ক্রমে বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ধর্মীয় নেতা ও সেবাকর্মীদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, সঠিক তালিকা প্রণয়ন এবং নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।



২০২৭ সালের মধ্যে মিড ডে মিলের আওতায় আসবে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ২০২৭ সালের মধ্যে মিড ডে মিল কর্মসূচির আওতায় আনার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান।

শুক্রবার (২৭ নভেম্বর) বিকেলে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রক্তদন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণকালে তিনি এ কথা বলেন।

ডা. জুবাইদা রহমান জানান, কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হলে দেশের প্রায় এক কোটি ১০ লাখ শিশু প্রতিদিন দুপুরের খাবার পাবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাড়ানো এবং শিশুদের পড়াশোনার পরিবেশ উন্নত করার ক্ষেত্রে এ ধরনের কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ে পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা হলে তাদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণে সহায়তা পাওয়া সম্ভব।

তবে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খাবারের পুষ্টিমান, সরবরাহের নিয়মিততা, অর্থের সঠিক ব্যবহার এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে তদারকি নিশ্চিত করা জরুরি।

সরকারের ঘোষিত সময়সীমার মধ্যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কর্মসূচির আওতায় আনা সম্ভব হলে দেশের বিপুলসংখ্যক শিশু এ সুবিধার আওতায় আসবে।



প্রত্যাহারের পরও দায়িত্ব হস্তান্তরে বিলম্ব, দাগনভূঞার ওসিকে নিয়ে আলোচনা

ফেনী প্রতিনিধি

ফেনীর দাগনভূঞা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ ফয়জুল আজিম নোমানকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দেওয়ার পরও দায়িত্ব হস্তান্তরে বিলম্ব হওয়ায় স্থানীয়তাবে আলোচনা তৈরি হয়েছে।

শুক্রবার (২৭ নভেম্বর) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, যুব মহিলা লীগের এক নেত্রীর সঙ্গে কথিত ফোনালাপ ছড়িয়ে পড়ার পর গত ২৫ নভেম্বর তাঁকে থানা থেকে প্রত্যাহার করে জেলা পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

তবে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেননি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ওসি ফয়জুল আজিম নোমান জানিয়েছেন, দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র গোছাতে কিছুটা সময় লেগেছে। বিভাগীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করার সুযোগ নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ফেনীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) মু. সাইফুল ইসলাম জানিয়েছেন, দায়িত্ব হস্তান্তরে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে এবং সেদিনের মধ্যেই তাঁকে থানা থেকে বিদায় নিয়ে পুলিশ লাইনে সংযুক্ত হওয়ার কথা।

এদিকে, নতুন ওসি পদায়ন না হওয়া পর্যন্ত থানার ওসি (তদন্ত) দায়িত্ব পালন করবেন বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

"সত্যের সন্ধানে অবিচল"

Noakhali Khabar Express

নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

NOAKHALI KHABAR EXPRESS

নোয়াখালী

অনলাইন ই-পেপার | NOV | শনিবার , ২৮ নভেম্বর ২০২৬ | দ্বিতীয় পৃষ্ঠা | noakhalikhabarexpress.com



২০ হাজার বিদ্যালয়ের তিন লাখ মেধাবী ছাত্রী পাবে বাইসাইকেল

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের ২০ হাজার বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির তিন লাখ মেধাবী ছাত্রীকে বাইসাইকেল দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। মেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহ বাড়ানো এবং বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধে এ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

বুধবার (২৫ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর সচিবালয়ে নিজের কার্যালয়ের নিচে ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত কয়েক ধরনের বাইসাইকেল চালিয়ে দেখেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বাইসাইকেলগুলোর মান ও ব্যবহারিক দিক যাচাই করতেই তিনি নিজে সেগুলো চালিয়ে পরখ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব মো. সুজাউদ্দৌলা (সুজন মাহমুদ) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের বাইসাইকেলের নমুনা প্রধানমন্ত্রীর সামনে উপস্থাপন করা হয়। তিনি সেগুলো পর্যবেক্ষণ করেন এবং ব্যবহারিক দিক যাচাই করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কর্মসূচির আওতায় ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বাইসাইকেল পাবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী ছাত্রীকে একটি করে বাইসাইকেল দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

এ হিসাবে ২০ হাজার বিদ্যালয়ের পাঁচটি শ্রেণি থেকে তিনজন করে মোট তিন লাখ ছাত্রী এ সুবিধার আওতায় আসবে।

সরকারের এ উদ্যোগের লক্ষ্য হলো ছাত্রীদের পড়াশোনায় আগ্রহ বাড়ানো, যাতায়াতের সুবিধা তৈরি করা এবং বিভিন্ন কারণে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার প্রবণতা কমানো।

বাইসাইকেল পরিদর্শনের সময় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আবদুল বারী, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার, মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আবদুল খালেকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

তবে বাইসাইকেল বিতরণের নির্দিষ্ট সময়সূচি ও শিক্ষার্থী নির্বাচনের বিস্তারিত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরবর্তী ঘোষণার মাধ্যমে জানা যাবে।



সুবর্ণচরে ১১৪০ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে মেধাবৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

২৪ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়, ফল প্রকাশের প্রস্তুতি

সুবর্ণচর প্রতিনিধি

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে নন-এমপিও স্কুল অ্যাসোসিয়েশন মেধাবৃত্তি পরীক্ষা-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (২৭ নভেম্বর) উপজেলার ২৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণির ১ হাজার ১৪০ জন শিক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নেয়।

সকাল ১০টায় শুরু হওয়া দুই ঘণ্টাব্যাপী ১০০ নম্বরের পরীক্ষাটি উপজেলার ১৬টি হলে একযোগে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল চর জব্বর ডিগ্রি কলেজ ও শহীদ জয়নাল আবেদীন সরকারি মডেল উচ্চবিদ্যালয়।

উপজেলার বিভিন্ন বেসরকারি ও প্রাইভেট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে গত বছর থেকে এ বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন শুরু হয়। প্রথমবারের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়ায় এবার শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আগ্রহ বেড়েছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকেরা।

পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্র পরিদর্শন করেন সুবর্ণচর উপজেলা ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রতন চন্দ্র মজুমদার, সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. কবির হোসেনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিরা।

পরীক্ষা পরিচালনায় নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করেন শহীদ জয়নাল আবেদীন সরকারি মডেল উচ্চবিদ্যালয়ের সাবেক সহকারী প্রধান শিক্ষক শিমুল চন্দ্র দাস। কেন্দ্র সচিবের দায়িত্বে ছিলেন পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সভাপতি ফারুক হোসেন।

আয়োজকেরা জানান, শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ, পড়াশোনায় আগ্রহ বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরির লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল শিগগির প্রকাশ করা হবে। মেধার ভিত্তিতে কৃতী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়া হবে।

স্থানীয় শিক্ষানুরাগীরা মনে করছেন, নিয়মিত এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বাড়বে এবং মেধাবী শিক্ষার্থীরা নিজেদের যোগ্যতা বিকাশের সুযোগ পাবে।



গাবুয়া খালে পৌরসভার বর্জ্য, দূষণে স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে জলাধার

দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী, বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কা

বেগমগঞ্জ প্রতিনিধি

নোয়াখালী পৌরসভার ড্রেন দিয়ে আসা ময়লা পানি ও নানা ধরনের বর্জ্যে দূষিত হচ্ছে বেগমগঞ্জ উপজেলার গাবুয়া খাল। দীর্ঘদিনের দূষণে খালটির স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি আশপাশের পরিবেশেও বিরূপ প্রভাব পড়ছে। ছড়িয়ে পড়ছে দুর্গন্ধ। এতে খালপাড়ের বাসিন্দা, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী ও পথচারীদের মধ্যে স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একলাশপুর ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ এলাকার পানি নিষ্কাশনে গাবুয়া খাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খালটির সঙ্গে পূর্ব দিকে নোয়াখালী খাল হয়ে মেঘনা নদী এবং পশ্চিম দিকে ডাকাতিয়া নদীর সংযোগ রয়েছে। বর্ষায় অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন এবং আমন মৌসুমে কৃষিজমিতে সেচের পানির উৎস হিসেবেও খালটি ব্যবহৃত হয়।

একসময় মাছ চাষ, মাছ শিকার এবং শিশু-কিশোরদের সাঁতার কাটার অন্যতম স্থান ছিল খালটি। স্থানীয় জেলেদের জীবিকার সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে এর সম্পর্ক। কিন্তু কয়েক বছর ধরে পৌরসভার ড্রেনের ময়লা পানি ও আবর্জনা খালে প্রবেশ করায় এর পরিবেশ ও স্বাভাবিক ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

গাবুয়া বাজারের ব্যবসায়ী ও একলাশপুর ইউনিয়নের পোস্টমাস্টার ডা. মো. ইউছুপ জানান, খালের পাশে দুই শতাধিক দোকান রয়েছে। এ ছাড়া আশপাশে সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ডিপ্লোমা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নিপোর্ট অফিস, গাবুয়া আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান ও বাজারকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন হাজারো মানুষের চলাচল। দূষিত পানির দুর্গন্ধে স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। দ্রুত বর্জ্য অপসারণ এবং স্থায়ী বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণের দাবি জানান তিনি।

স্থানীয় ব্যবসায়ী হাজি জাফর আহাম্মদ বলেন, বিভিন্ন স্থানে দখলের কারণে খালটি আগেই সংকুচিত হয়েছে। এর সঙ্গে ময়লা-আবর্জনা জমে পানিপ্রবাহ আরও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। খালটি দ্রুত পরিষ্কার ও পুনঃখনন করা প্রয়োজন।

একলাশপুর ইউনিয়নের সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মো. আবুল বাহার বাবুল মিয়া জানান, গত বছর তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরিফুর রহমানের উদ্যোগে খালটি পরিষ্কার করা হয়েছিল। তবে চলতি বছর এখনো পরিষ্কারের উদ্যোগ দেখা যায়নি।

এ বিষয়ে নোয়াখালী পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী বেলাল আহমেদ খান জানান, তিনি সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শন করেছেন এবং পৌরসভার ড্রেন পরিষ্কার করিয়েছেন। তবে খালটি পৌরসভার আওতাধীন এলাকায় না হওয়ায় খাল পরিষ্কারের ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি।

বেগমগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও একলাশপুর ইউনিয়নের প্রশাসক মো. মশিউর রহমান বলেন, বিষয়টি তাঁর জানা নেই। তবে সরেজমিনে পরিদর্শন করে খোঁজখবর নেওয়া হবে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে খাল পরিষ্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

এলাকাবাসীর দাবি, গাবুয়া খালকে দূষণ ও দখল থেকে রক্ষায় সংশ্লিষ্ট প্রশাসন, নোয়াখালী পৌরসভা ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। দ্রুত বর্জ্য অপসারণ, খাল পুনঃখনন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্থায়ী সমাধান করা না হলে গুরুত্বপূর্ণ এ জলাধারটি ভবিষ্যতে আরও সংকুচিত ও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়তে পারে।



নদীভাঙনে মানচিত্র হারানোর শঙ্কায় হাতিয়া, টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণের দাবি

বসতভিটা, ফসলি জমি ও স্থাপনা হারিয়ে উদ্বেগে উপকূলের মানুষ

হাতিয়া প্রতিনিধি

মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাঙনে ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার জনপদ। নদীর প্রবল স্রোত ও ঢেউয়ের আঘাতে বিলীন হচ্ছে বসতভিটা, ফসলি জমি, রাস্তাঘাটসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। দীর্ঘদিন ধরে নদীভাঙনের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকার চেষ্টা করছেন উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের আশঙ্কা, ভাঙন প্রতিরোধে কার্যকর ও টেকসই ব্যবস্থা নেওয়া না হলে হাতিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা একসময় নদীগর্ভে হারিয়ে যেতে পারে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বর্ষা মৌসুমে এবং পূর্ণিমা-অমাবস্যার জোয়ারে নদীর পানি বৃদ্ধি পেলে ভাঙনের তীব্রতা আরও বেড়ে যায়। নদীর ঢেউয়ের আঘাতে বিভিন্ন স্থানে তীর ভেঙে বসতভিটা ও কৃষিজমি বিলীন হচ্ছে। অনেক পরিবার পৈতৃক সম্পত্তি হারিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে।

নদীভাঙনের প্রভাব পড়ছে স্থানীয় অর্থনীতি ও জীবিকায়ও। কৃষিজমি হারিয়ে কৃষকেরা উৎপাদন কার্যক্রম চালাতে সমস্যায় পড়ছেন। জেলে, কৃষক ও শ্রমজীবী পরিবারগুলোর আয়-রোজগারেও অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ভাঙন প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা এলাকা পরিদর্শন করেছেন। কোথাও কোথাও জিও ব্যাগ ফেলে সাময়িক প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া হলেও তা দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর হচ্ছে না। নদীর প্রবল স্রোত ও ঢেউয়ের আঘাতে অনেক স্থানে এসব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এ অবস্থায় বিচ্ছিন্নভাবে সাময়িক ব্যবস্থা না নিয়ে ভাঙনপ্রবণ এলাকাগুলো চিহ্নিত করে পরিকল্পিতভাবে স্থায়ী প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

তাঁদের মতে, পুরোনো বেড়িবাঁধের দুর্বল অংশ সংস্কার, প্রয়োজনীয় ব্লক স্থাপন এবং নদীর গতিপ্রকৃতি বিবেচনায় নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করা জরুরি।

এ ছাড়া নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পুনর্বাসন ও জীবিকা রক্ষায় সরকারি সহায়তা নিশ্চিত করারও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয়দের প্রত্যাশা, পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলো সমন্বিতভাবে কার্যকর উদ্যোগ নেবে। দ্রুত টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা না হলে হাতিয়ার জনপদ, কৃষি ও যোগাযোগব্যবস্থা আরও বড় ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।



গাবুয়া খালে পৌরসভার বর্জ্য, দূষণে স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে জলাধার

দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী, বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কা

বেগমগঞ্জ প্রতিনিধি

নোয়াখালী পৌরসভার ড্রেন দিয়ে আসা ময়লা পানি ও নানা ধরনের বর্জ্যে দূষিত হচ্ছে বেগমগঞ্জ উপজেলার গাবুয়া খাল। দীর্ঘদিনের দূষণে খালটির স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি আশপাশের পরিবেশেও বিরূপ প্রভাব পড়ছে। ছড়িয়ে পড়ছে দুর্গন্ধ। এতে খালপাড়ের বাসিন্দা, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী ও পথচারীদের মধ্যে স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একলাশপুর ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ এলাকার পানি নিষ্কাশনে গাবুয়া খাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খালটির সঙ্গে পূর্ব দিকে নোয়াখালী খাল হয়ে মেঘনা নদী এবং পশ্চিম দিকে ডাকাতিয়া নদীর সংযোগ রয়েছে। বর্ষায় অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন এবং আমন মৌসুমে কৃষিজমিতে সেচের পানির উৎস হিসেবেও খালটি ব্যবহৃত হয়।

একসময় মাছ চাষ, মাছ শিকার এবং শিশু-কিশোরদের সাঁতার কাটার অন্যতম স্থান ছিল খালটি। স্থানীয় জেলেদের জীবিকার সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে এর সম্পর্ক। কিন্তু কয়েক বছর ধরে পৌরসভার ড্রেনের ময়লা পানি ও আবর্জনা খালে প্রবেশ করায় এর পরিবেশ ও স্বাভাবিক ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

গাবুয়া বাজারের ব্যবসায়ী ও একলাশপুর ইউনিয়নের পোস্টমাস্টার ডা. মো. ইউছুপ জানান, খালের পাশে দুই শতাধিক দোকান রয়েছে। এ ছাড়া আশপাশে সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ডিপ্লোমা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নিপোর্ট অফিস, গাবুয়া আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান ও বাজারকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন হাজারো মানুষের চলাচল। দূষিত পানির দুর্গন্ধে স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। দ্রুত বর্জ্য অপসারণ এবং স্থায়ী বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণের দাবি জানান তিনি।

স্থানীয় ব্যবসায়ী হাজি জাফর আহাম্মদ বলেন, বিভিন্ন স্থানে দখলের কারণে খালটি আগেই সংকুচিত হয়েছে। এর সঙ্গে ময়লা-আবর্জনা জমে পানিপ্রবাহ আরও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। খালটি দ্রুত পরিষ্কার ও পুনঃখনন করা প্রয়োজন।

একলাশপুর ইউনিয়নের সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মো. আবুল বাহার বাবুল মিয়া জানান, গত বছর তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরিফুর রহমানের উদ্যোগে খালটি পরিষ্কার করা হয়েছিল। তবে চলতি বছর এখনো পরিষ্কারের উদ্যোগ দেখা যায়নি।

এ বিষয়ে নোয়াখালী পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী বেলাল আহমেদ খান জানান, তিনি সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শন করেছেন এবং পৌরসভার ড্রেন পরিষ্কার করিয়েছেন। তবে খালটি পৌরসভার আওতাধীন এলাকায় না হওয়ায় খাল পরিষ্কারের ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি।

বেগমগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও একলাশপুর ইউনিয়নের প্রশাসক মো. মশিউর রহমান বলেন, বিষয়টি তাঁর জানা নেই। তবে সরেজমিনে পরিদর্শন করে খোঁজখবর নেওয়া হবে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে খাল পরিষ্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

এলাকাবাসীর দাবি, গাবুয়া খালকে দূষণ ও দখল থেকে রক্ষায় সংশ্লিষ্ট প্রশাসন, নোয়াখালী পৌরসভা ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। দ্রুত বর্জ্য অপসারণ, খাল পুনঃখনন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্থায়ী সমাধান করা না হলে গুরুত্বপূর্ণ এ জলাধারটি ভবিষ্যতে আরও সংকুচিত ও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়তে পারে।



সুবর্ণচরে কুরআন খতম সম্পন্নকারী ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

চর ওয়াপদার মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

সুবর্ণচর প্রতিনিধি

নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার চর ওয়াপদা ইউনিয়নে কুরআন খতম সম্পন্নকারী শিক্ষার্থী ও বৃত্তিপ্রাপ্তদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৬ নভেম্বর) সকালে সুলতান নগর নুরুল হক কেরানী নূরানী ও ইবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কুরআন খতম উপলক্ষে বিশেষ আয়োজনের পাশাপাশি বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সম্মাননা দেওয়া হয়।

মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা আলা উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি মো. মোসলেহ উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালী সদরের হযরত ওমর (রা.) জামে মসজিদ কমপ্লেক্সের খতিব ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা ক্বারী আবদুল মন্নান।

এ ছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী, জনপ্রতিনিধি পদপ্রার্থী এবং বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

অনুষ্ঠানে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করে। পরে কুরআন খতম সম্পন্নকারী এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন অতিথিরা।

আলোচনা সভায় বক্তারা শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও মানবিক মূল্যবোধে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁরা বলেন, শিক্ষার্থীদের ভালো কাজের স্বীকৃতি দিলে তাদের মধ্যে পড়াশোনা ও ভালো ফলাফলের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।

আয়োজকেরা জানান, শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা এবং মাদ্রাসার শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতেই এ ধরনের আয়োজন করা হয়েছে।